iBarta

গল্পে গল্পে লেনদেনের

হালাল হারাম

জানা

মোঃ শামীম হোসেন

প্রকাশক: iBarta

Website: www.iBarta.org

গল্পে গল্পে লেনদেনের হালাল হারাম জানা

প্রথম অনলাইন প্রকাশ: **জুলাই ২০২৫**

লেখক

মোঃ শামীম হোসেন

হাদিয়া: ১১৯ টাকা

বইয়ের হাদিয়া লেখকের অধিকার।
হাদিয়া বকেয়া থাকলে নিম্নোক্ত পার্সোনাল সেলফিন অথবা বিকাশ নাম্বারে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

সেলফিন আগামীর ব্যাংকিং 01340422009

বিকাশ 01340422009

কপিরাইট: লেখক

বইটির pdf কোনো গ্রুপে শেয়ার করা কিংবা টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুধুমাত্র লেখক এবং **iBarta** বইটি বিক্রয় করার অধিকার রাখে।

উৎসর্গ

যারা ইসলামের জন্য চোখের জল, শরীরের ঘাম এবং রক্ত দিয়েছেন, দিচ্ছেন এবং দিবেন।

ভূমিকা

ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থনীতি, কৃষি ক্ষেত্রে শরিয়াহ, ব্যাংকিং, বীমা, কর্জে হাসানা বা সুদবিহীন লোন, ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার, টাকা এবং ডলার লেনদেনের স্বচ্ছতা, সহজেই যাকাত হিসাব, শেয়ার মার্কেটে বিনয়োগ ও হালাল বিনিয়োগের সহজ পথ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রচিত এই বইটি একটি বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী নির্দেশনামূলক গ্রন্থ।

গল্পভিত্তিক উপস্থাপনায় সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে হালাল ও হারাম লেনদেনের মৌলিক পার্থক্য, ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে মূল ব্যবধান, শরিয়াহসম্মত বিনিয়োগের পথ এবং যাকাতের সঠিক হিসাব করার সহজ কৌশল।

বইটিতে ইসলামি জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন ইসলামী বীমা (তাকাফুল), সুদ থেকে বাঁচার উপায়, শেয়ার বাজারে শরিয়াহ অনুযায়ী বিনিয়োগ, অপচয় ও কৃপণতার পরিণতি, যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব এবং ব্যবসায়িক ন্যায়নীতির বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাস্তব জীবনের গল্পের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে আরও বোধগম্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পাঠক কেবল শিখবেনই না, বরং তা জীবনে বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণা পাবেন।

এই বইটি কেবল একটি গল্পের বই নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার উৎস হিসেবে কাজ করে। একে কেন্দ্র করে একজন শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী কিংবা সাধারণ মুসলিম—সবাই তার আর্থিক কর্মকাণ্ড ইসলামি আদর্শে পরিচালনার দিকনির্দেশনা পাবেন।

শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমে যে বরকত, সচ্ছতা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায়—এই বই তার একটি বাস্তব ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। পাঠকদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ জাগ্রত করে একটি অর্থনৈতিক সচেতন সমাজ গঠনের অন্যতম সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এটি ইসলামি অর্থনীতি বুঝতে আগ্রহী সকলের জন্য অপরিহার্য।

পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ, বইটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত নিচের ইমেইলে জানাবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের কাজগুলো কবুল করুন। আমিন।

মোঃ শামীম হোসেন
shamim.ibarta@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১	কৃষি ক্ষেত্রে শরিয়াহ	৭
২	শেয়ার মার্কেটে বিনয়োগ হালাল নাকি হারাম?	১৬
৩	ব্যাংকে টাকা রাখা হালাল নাকি হারাম?	২৯
৪	আপনার যাকাত সহজেই হিসাব করুন	৩৮
৫	ইসলামী বীমা হালাল কেন?	৫২
৬	ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার করা যাবে কি?	৫৭
৭	কর্জে হাসানা বা সুদবিহীন লোন কেন দেওয়া উচিত?	৬৩
৮	হালাল বিনিয়োগের সহজ পথ	৬৭
৯	টাকা এবং ডলার লেনদেনের স্বচ্ছতা বনাম অস্বচ্ছতা	৭৪

কৃষি ক্ষেত্রে শরিয়াহ

ক্যাম্পাসে একটি বড় বৃক্ষের নিচে তিন বান্ধবী মিলে গল্প করছে। এর মাঝে হঠাৎ শুনতে পাচ্ছে মিষ্টি সুরে একটি মেয়ে বাবু খালা বাবু খালা বলে ডাকছে। তারা পেছনে তাকিয়ে দেখে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের মার্কেটিং এর বুদ্ধিমতী মেয়েটি যে কিনা সব সময়ই তাদের আশেপাশের সবাইকে মাতিয়ে রাখে।

তার ডাক নাম হচ্ছে সুরমা। তখন তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে এই বাবু খালাটা আবার কে?

তবে যাই হোক নামটা অনেক কিউট। আসলে এই বাবু খালাটা হচ্ছে তাদের তিনজনের একজন যে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী "জান্নাত"।

জান্নাত হচ্ছে সুরমার আম্মুর আদরের ছোট বোন অর্থাৎ সুরমার ছোট খালা যে কিনা সুরমার থেকে মাত্র তিন বছরের বড়। আর এই বাবু খালা নামটি এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিরই আবিষ্কার যে কিনা ছোটবেলা থেকেই সবাইকে মাতিয়ে রাখে।

তার মনের মাঝে সব সময় অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে আর তার কথার মাঝে রয়েছে অসম্ভব রকমের যুক্তি। ছোটবেলায় তার এই যুক্তি এবং চোখের জলের কাছে সবাই অর্থাৎ তার নানা নানি, দাদা-দাদী, বাবা-মা, খালা-ফুপি প্রভৃতি হার মানতে বাধ্য।

তার ছিল সবার কাছ থেকে আদর আদায় করে নেওয়ার অসম্ভব শক্তি। কিন্তু তার শাসনও ছিল খুব কঠোর। সবাই এই ছোট মেয়েটাকে যথেষ্ট ভয় পেতো।

ছোটবেলায় যখন সবার নাম উচ্চারণ করতে পারত না তখন হয় তাদের নাম সংক্ষেপ করে দিত নাহয় উচ্চারণ সহজ করে দিত। এই যেমন তামান্নাকে তামা, তনিমাকে তন ইত্যাদি।

সুরমা ছোটবেলা থেকেই অনেক মিশুক স্বভাবের। তার বন্ধুর বয়স ছিল সমবয়সী থেকে শুরু করে তার নানা-নানী, দাদা-দাদি, এবং বাবা-মায়ের বয়সি। সে অনেক বাবা ভক্ত এবং তার বাবার কাছে সে রাজকুমারী।

অপরদিকে আমাদের বাবু খালাও কোন অংশে কম নয়। বাবু খালা নামটা সবার কাছে এতটাই পছন্দের হয়ে পড়ে যে সে জাতীয় বাবু খালায় পরিণত হয়। অর্থাৎ তার বড় বোনেরা সহ অন্য যাদের সে খালা হয় না তারাও দুষ্টু করে বলে আমাদের বাবু খালা।

বাবু খালার রয়েছে অনেক সমবয়সী ভাগিনা ভাগ্নি। সবার চোখের মনি হচ্ছে আমাদের বাবু খালা। বাবু খালাকে না দেখলে তাদের কারোই ভালো লাগে না। সবাই তার সাথে গল্প করতে এবং খেলাধুলা করতে পছন্দ করে। তাছাড়া আমাদের বাবু খালা হচ্ছে অসম্ভব লিডারশিপ গুণাবলীর অধিকারী। সকল ধরনের সমস্যার সমাধানে এবং বিচারকার্যে সবাই তা শরণাপন্ন হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, সে জনবল এবং সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত নিপুন।

সুরমা কাছে এসে চুপিচুপি বলে ছোটবেলার স্মৃতি খুব বেশি মনে পড়ছে। নানা বাড়ি যেতে চাই। জান্নাত মিষ্টি হাসি দিয়ে বলে নানা বাড়ি বেড়াতে যাবা তাই বলে বাবু খালা বলে ক্যাম্পাসে চিৎকার করবা?
আমি কি এখন আর বাবু খালা আছি?

কিছুদিন পরে তো শ্বশুর বাড়ি চলে যেতে হবে। ঠিক আছে আগামী শুক্রবার আমরা তোমার নানাবাড়ি যশোর যাবো। আর কোন আবদার আছে তোমার?

আমার বাবু খালাটা অনেক ভালো এই বলে একটি দুষ্টু বাঁকা হাসি দিয়ে সুরমা সেখান থেকে বিদায় নিল। শুক্রবার সকাল বেলা সুরমা, বাবু খালাসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা মিলে যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা শুরু করল।

পদ্মা সেতু হওয়াতে এখন খুব সহজ এবং অনেক অল্প সময়ে যশোরসহ দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা সমূহে যাওয়া যায়। মাত্র ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে পদ্মা সেতু হয়ে সুরমা ও তার বাবু খালা যশোর পৌঁছল। তারা অসাধারণ ভ্রমণ অনুভব করল। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে পৌঁছতেই তাদের আনন্দ মাটি হয়ে গেল।

বাড়ির প্রবেশপথে শৈশবের স্মৃতিমাখা দুইটি খেজুর গাছ মারা গিয়েছে এবং অনেকগুলো খেজুর গাছ মৃতপ্রায় অবস্থা। শৈশবে এই খেজুর গাছের নিচে খেলা করত এবং শীতের সকালে পেট ভরে খেজুরের রস খেত। সুরমা ও তার বাবু খালার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। তার নানু দূর থেকে এই অবস্থা দেখে দ্রুত তাদের কাছে আসে এবং কান্নার কারণ জানতে চায়। সুরমা বলে নানু খেজুর গাছগুলোর এই অবস্থা কি করে হলো?

নানু বলে শুধু আমাদের বাড়ি নয় আশেপাশের অনেকের বাড়ির খেজুর গাছেরই একই অবস্থা। তারপর মন খারাপ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। পরের দিন ভোরে তারা শৈশবের মতো করে পেট ভরে খেজুরের রস পান করে। যথারীতি তারপরের দিন ভোরে তারা খেজুরের রস খাওয়ার জন্য বাড়ির উঠানে আসে কিন্তু আজ তাদেরকে কোন খেজুরের রস দেওয়া হলো না।

সুরমা তার নানুর কাছে তাদের খেজুরের রস না দেওয়ার কারণ জানতে চায়।

তার নানু বলে গত বছর শীতের শেষের দিকে জামাল মারা যায়। তারপর থেকে ওর ছেলে তমাল গাছ কাটার কাজ করে। জামালের সময় প্রতিদিন সমান সমান খেজুরের রস ভাগ করে নেওয়া হত। বর্তমানে তার ছেলের নতুন নিয়ম বের করেছে একদিন তমাল নেয় আর একদিন আমাদের।

আর এতে নাকি ওর সুবিধা হয়। কি আর করার সুরমা আর বাবু খালা প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে শৈশবের মতো করে খেজুরের রস নামাতে দেখে যা ওদের কাছে অনেক ভালো লাগে। কিন্তু বর্তমানে ওরা একদিন খেজুরের রস খেতে পায় আর একদিন বিরতি থাকে।

এইভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর সুরমা আবিষ্কার করে যেদিন ওদের ভাগে খেজুরের রস পায় সেদিম তুলনামূলক কম হয় আর যেদিন তমালের ভাগে পড়ে সেদিন খেজুরের রস বেশি হয়। তাছাড়া তমালের ভাগের আগের দিন বিকালে গাছ কাটতেও তুলনামূলক সময় বেশি নেয়। বাবু খেলা বলে হ্যাঁ তাইতো আমার কাছেও এমনটা মনে হচ্ছে।

সুরমা বলে তোমার কাছে মনে হচ্ছে আর আমি খুব সূক্ষ্মভাবে বিষয়টাকে পর্যবেক্ষণ করেছি। বাবু খালা বলে তা তো করবেই তা না হলে কি আমাদের বুদ্ধিমতী সুরমা।

বাবু খালা বলে আচ্ছা আমার এখন মনে পড়েছে তমালের কার্যক্রম তো শরিয়াহ নীতির বিপরীত। ওর বাবার কার্যক্রম ছিল শরীয়াহ সম্মত। এই নীতি অনুযায়ী আমাদের প্রতিদিনের খেজুরের রস ভাগ করে নেওয়ার কথা।

মনে কর আমাদের জমি কোন ব্যক্তি চাষাবাদ করতে নিলো। তার সাথে চুক্তি হলো এক বছর ফসল আমাদের দিবে আর এক বছর সে নিবে অথবা এক পাশের জমির ফসল আমাদের দিবে আর এক পাশের ফসল সে নেবে। এই চুক্তি শরিয়াহ সম্মত হবে না।

শরিয়াহ নীতি হচ্ছে প্রতি মৌসুমে ফসল যা হবে তা দুইজন ভাগ করে নেওয়া । এতে অনেক ধরনের অপ্রত্যাশিত অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি অধিক পরিমাণে বারাকাহ পাওয়া যায়।

সুরমা বলে আচ্ছা তুমি আমাকে এটা আগে বলবে না। এই জন্যই তো আমাদের খেজুর গাছের এই অবস্থা। লোভী তমাল যেদিন ওর ভাগে খেজুরের রস পাওয়ার কথা তার আগের দিন বিকালে বেশি সময় নিয়ে বেশি নিয়ে গাছ কাটে ফলে পরের দিন বেশি পরিমাণে খেজুর রস হয়।

আর তার লোভের ফলস্বরূপ দুই বছরেই আমাদেরসহ গ্রামের অন্যদেরও খেজুর গাছের এই অবস্থা। বাবু খালা বলে আমি তো এভাবে চিন্তা করি নাই।

মাশাল্লাহ, আমাদের সুরমাতো খুব সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে। বাস্তব সত্য হচ্ছে ইসলামের শরিয়াহ নীতির মধ্যে রয়েছে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বারাকাহ।

সুরমা তার নানা নানুকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলে তোমাদের খেজুর রস ভাগ করার পদ্ধতিটি পরিবর্তন করে পূর্বের মতো অর্থাৎ তমালের বাবার সময়ের মতো করো।

এতে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে গ্রামের খেজুর গাছের চেহারার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তাছাড়া ফসলের ভাগের পরিবর্তনের মাধ্যমেও জমির মালিক এবং চাষিরা উপকৃত হয়।

আমাদের সমাজ এমন অনেক কার্যকলাপ আছে যা আমরা কখনো জেনে বা কখনো না জেনে ভুল করে থাকি। আর তমালের মত কতিপয় অসাধু ব্যক্তি সেই সুযোগ নিয়ে থাকে। তাই আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা উচিত।

শেয়ার মার্কেটে বিনয়োগ হালাল নাকি হারাম?

বেশ কিছুদিন বেড়ানোর পর সুরমা এবং তার বাবু খালা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে ট্রেনে করে। বিভিন্ন গল্পের মাঝে সুরমার হঠাৎ প্রশ্ন জাগে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ হালাল নাকি হারাম?

বাবু খালা - তুই শেয়ার মার্কেট সর্ম্পকে এতো জেনে কি করবি?

সুরমা - আমার কাছে বৃত্তির কিছু টাকা আছে অনেক দিন যাবৎ এবং সামনে আরো টাকা পাবো। এই টাকা বাবা-মা কেউ নিচ্ছে না, বলে তোর টাকা তুই খরচ কর।

বর্তমানে এই টাকা আমার কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। তাছাড়া অনেকের কাছেই শুনি শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ নাকি অনেক লাভজনক। এই বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাচ্ছি।

বাবু খালা - তুমিতো টাকাটা আমাকেও দিতে পারো তাই না?

সুরমা - তোমাকে তো সব কিছুর জন্য নানা ভাই টাকা দিচ্ছেন।

তাহলে আমার এই অল্প টাকা নিয়ে কি করবা।
তোমাকে দিলে তো তুমি হয়তো এখনই খরচ করবা। আমি চাই বৃত্তির টাকাটা স্মৃতি হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখতে। এই টাকা দিয়ে ভবিষ্যতে আমার বর এবং সন্তানদের উপহার দিতে। চিন্তা করো না তোমার বর এবং তোমার সন্তানদেরও উপহার দিবো।

বাবু খালা - মাশাল্লাহ এত বুদ্ধি তোমার। আমাকে বর্তমানে টাকা না দিয়েও খুব সহজেই আমাকে ম্যানেজ করে ফেললা।

শোনো শরিয়াহতে অপচয় যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনি কৃপণতাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমাদের টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে যেমন অপচয় করা চলবে না তেমন কৃপণতা করাও চলবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "পানি অপচয় করো না, যদিও তুমি থাকো বহমান নদীর তীরে।"
- সুনানে ইবনে মাজাহ :৪২৫

অপচয় আমাদেরকে নিঃস্ব করে ফেলে এবং কৃপণতা আমাদের জীবন উপভোগ করতে এবং আল্লাহর পথে দান করতে এবং যাকাত দিতে বাধাগ্রস্ত করে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদের কৃপণতা নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদের আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তাই করেছে এবং তাদের পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।"

- সুনানে আবু দাউদ: ১৬৯৮

আমাদের দেশের ইকোনোমির সাইজ দেশের শেয়ার বাজার অত্যন্ত ছোট। তাছাড়া ভালো শেয়ারের সংখ্যা অনেক কম। কতিপয় অসৎ পরিচালক, ব্যবসায়ী, জুয়ারি, শেয়ার টেডার এবং অবৈধ সুবিধা গ্রহণকারী নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তার কারণে আজ দেশে শেয়ার বাজারের এই শোচনীয় অবস্থা।

সাধারণত অসৎ উদ্যোক্তা পরিচালকরা আইপিও এর মাধ্যমে প্রাইমারি মার্কেট থেকে এবং জুয়ারী শেয়ার ট্রেডাররা অবৈধ ট্রেডের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অর্থাৎ জনগণের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর কখনো কখনো অবৈধ সুবিধা গ্রহণকারী নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাদের ভূমিকা হচ্ছে নিরব দর্শকদের।

তবে অনেক সময় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আর্থিক ক্ষতির পেছনে তাদের শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের যথাযথ জ্ঞান এবং অতিরিক্ত লোভও দায়ী।

শেয়ার মার্কেট হচ্ছে বিনিয়োগের বাজার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ১০% এরও কম। অধিকাংশই চায় ট্রেডিং করে অল্প সময়ে অধিক মুনাফা করতে। আর এই চাওয়াটাকে পুঁজি করে উপরের তিন পক্ষ।

শরিয়াহ নীতি অনুযায়ী ইন্ট্রা ডে ট্রেডিং নিষিদ্ধ অর্থাৎ যেদিন কেনা হয়েছে সেদিনই বিক্রয় করা। তাছাড়া অপশন ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। অপশনের মাধ্যমে ক্রয়ের পূর্বে বিক্রয় করা হয় যা শরিয়াহ সম্মত নয়।

যদিও আমাদের দেশে ইন্ট্রা ডে ট্রেডিং এবং অপশন ট্রেডিং নেই। আমাদের উচিত শেয়ার মেচুরড ডে অর্থাৎ ‘ এ ক্যাটাগরি শেয়ার তৃতীয় দিনের মাথায় বিক্রয় করার মন মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসা। শরিয়াহ নীতি আমাদেরকে শেয়ারে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে এবং শেয়ার মধ্যম মেয়াদী ট্রেডিং এ নিরুৎসাহিত করে।